গরুর মুখে দুধের কাহিনী

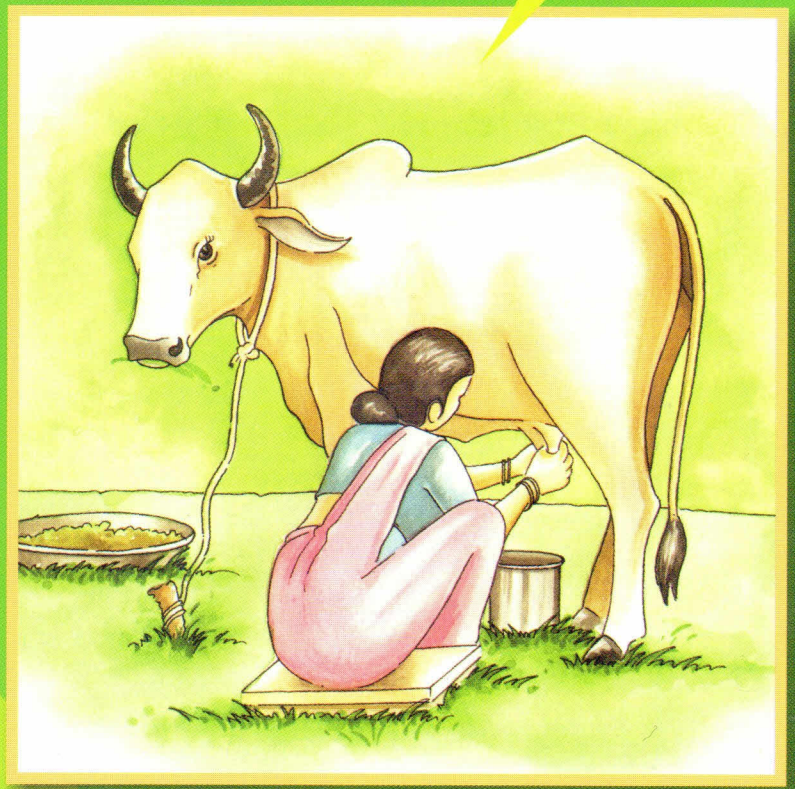

উৎপাদক স্তরে
বিশুদ্ধ দুধের উৎপাদন

গুণমান ও যন্ত্র ব্যবস্থাপন

ন্যাশনাল ডেয়ারি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড
আণন্দ

ভূমিকা

বাড়িতে দুগ্ধবতী গরু বা মোষ রেখে সহকারী সমিতিতে দুধ পৌঁছে দিলেই আমাদের দায়িত্ব সম্পূর্ণ হয় না। এখন আমাদের দেশ দুধ উৎপাদনে বিশ্বের প্রথম স্থানে পৌঁছে গেছে। কিন্তু এই পরিবর্তিত পরিবেশে দুধ যাতে বিশুদ্ধ থাকে, তাড়াতাড়ি নষ্ট না হয় ও রোগ যাতে না ছড়ায়, তা দেখা খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে। এই বিশুদ্ধ দুধ থেকে যদি খাঁটি দুগ্ধজাত দ্রব্য তৈরি হয়, তা হলে আমাদের ও আমাদের ডেয়ারীর, উভয়েরই লাভ হবে। তার জন্যে আমরা অনেক কিছু করতে পারি, যেমন

(১) গবাদি পশুকে পরিষ্কার ও নীরোগ রাখা।

(২) গোয়াল ও দুধ দোয়ার জায়গা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা।

(৩) গবাদি পশুকে শুদ্ধ পানীয় জল খেতে দেওয়া।

(৪) দুধ দোয়ার ও রাখার জন্য স্টেনলেস স্টিলের পরিষ্কার বাসন ব্যবহার করা।

(৫) দুধ দোয়ার আগে সাবান দিয়ে হাত ধোওয়া।

(৬) বাঁটকে পরিষ্কার জলে ধুয়ে নেবার পর পরিচ্ছন্ন কাপড় দিয়ে শুকিয়ে নেওয়া।

(৭) দুধ দোয়ার আগে প্রতিটি বাঁট থেকে দুধের দু'-একটি ধারা বার করে ফেলে দেওয়া।

(৮) দুধদোহনকারী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও নীরোগ থাকা এবং দুধ দোয়ার সময় বিড়ি, তামাক, পান ইত্যাদি না খাওয়া।

(৯) দুধ দোয়ার সময় পশুকে সবুজ ঘাস খাওয়ানো।

(১০) দোয়ার পর বাঁটকে পরিষ্কার জল দিয়ে ধোওয়া ও তারপর জীবাণুনাশক মিশ্রণে ডুবিয়ে নেওয়া, যাতে বাঁটের রোগ থেকে পশু রক্ষা পায়।

(১১) দুধের বাসন স্টিলের ঢাকা দিয়ে ঢেকে সমিতিতে তাড়াতাড়ি পৌঁছে দেওয়া।

(১২) সমিতিতে সম্ভব হলে দুধ দ্রুত ঠান্ডা করার মেশিনে ঠান্ডা করে রাখার ব্যবস্থা করা যাতে দুধ নষ্ট না হয়।

আমরা যদি এই কথাগুলি মনে রাখি, তা হলে সমিতিতে পৌঁছে দেওয়া দুধ থেকে আমরা সবাই খুব লাভবান হতে পারি। আসুন, আমরা বিশুদ্ধ দুধ উৎপাদনের কাজে লেগে পড়ি।

মহাপ্রবন্ধক
(গুণমান ও যন্ত্র ব্যবস্থাপন)
ন্যাশনাল ডেয়ারি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড
আণন্দ - ৩৮৮০০১

গরুর মুখে দুধের কাহিনী

রাজনগর গ্রামে বনোয়ারী নামে এক পশুপালক বাস করত। তার ছিল দুটি শিশু সন্তান ও প্রিয় স্ত্রী রাধা। বনোয়ারীর পরিবার সুখে-স্বাচ্ছন্দে ছিল কারণ তার গরু গঙ্গা ও মোষ যমুনা প্রচুর দুধ দিত। বনোয়ারী গঙ্গা ও যমুনার দুধ তার গ্রামের সহকারী দুধ সমিতিতে দিত, যেখানে সে বহু বছর ধরে সদস্য ছিল। সমিতিতে দুধ দেওয়ার জন্যে বনোয়ারীর ভালো আয় হত। তাই তার ঘরে কোনো জিনিসেরই অভাব ছিল না। তাদের খাওয়া-পরা ভালো ছিল, ওর বাচ্চারা গ্রামের স্কুলে পড়ত ও প্রতিটি উৎসব তারা উৎসাহ ও আনন্দের সঙ্গে পালন করত।

বনোয়ারীর সুখী পরিবার

গঙ্গার মতো গরু আর যমুনার মতো মোষ থাকায় বনোয়ারী নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে করত। রাধা ও তার ছোট্ট বাচ্চারা গঙ্গা আর যমুনাকে খুব ভালবাসত।

কিন্তু এই সুখী পরিবারে হঠাৎ দুঃখের কালো মেঘ ঘনিয়ে এল। গঙ্গার কোনো রোগ হল ও সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। বনোয়ারী বাড়িতেই তার টোটকা চিকিৎসা করাল, কিন্তু তার কোনো ফল হল না। গঙ্গার দুধ কম ও খারাপ হতে লাগল। বনোয়ারীর আয় কমে গেল ও পরিবারে নানান সমস্যা দেখা দিতে শুরু করল। রাধা অনেক বারণ করা সত্ত্বেও বনোয়ারী এইসব সমস্যায় বিরক্ত হয়ে গঙ্গাকে বিক্রি করে দেবার সিদ্ধান্ত নিল।

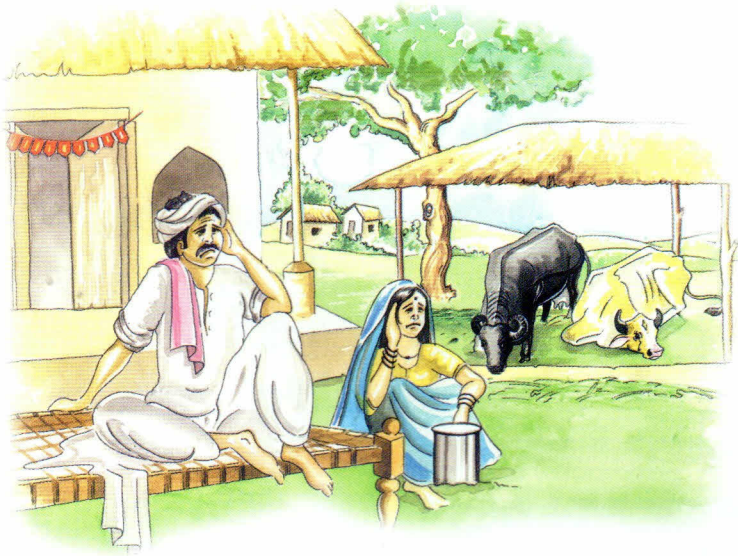

গঙ্গা অসুস্থ, পরিবার চিন্তিত, আয় কম

সেই সময়েই কাছের এক গ্রামে পশুদের মেলা চলছিল। বনোয়ারী ঠিক করল সেই মেলাতে গঙ্গাকে বেচে দিয়ে নতুন একটা গরু কিনে আনবে।

বনোয়ারী গঙ্গাকে বেচে দিতে মেলায় চলেছে

পরদিন বনোয়ারী গঙ্গাকে মেলায় নিয়ে যাবার জন্য তৈরি হল। রাধা আর তাদের শিশুরা গঙ্গাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। বনোয়ারীর চোখেও জল এল। কিন্তু সে মন শক্ত করে নিল ও বাড়ির লোকেদের বুঝিয়ে গঙ্গাকে নিয়ে মেলায় যেতে বেরিয়ে পড়ল।

অর্ধেক পথ গিয়ে বনোয়ারী বিশ্রাম করতে একটা গাছের নীচে বসে পড়ল। তার মন খারাপ ছিল। সে গঙ্গার ছলছল চোখের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল আর বলল, ''আমায় ক্ষমা করে দাও গঙ্গা।'' বনোয়ারী চিন্তায় ডুবে ছিল, সেই সময় সে শুনতে পেলো, ''ভাই''। সে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখল গঙ্গা তার সঙ্গে কথা বলছে। ''ভাই, আমাকে তোমার পরিবারের থেকে আলাদা করে দিও না। আমায় বেচে দিও না ভাই।'' বনোয়ারী বিশ্বাসই করতে পারছিল না। ও ভাবছিলো ও যেন একটা স্বপ্ন দেখছে তাই ভেবেই সে গঙ্গার সঙ্গে কথা বলতে লাগল। সে বলল, ''কি করি গঙ্গা, আমি নিরুপায়। তোমার দুধ কম আর গুণমান খারাপ হয়ে যাওয়ায়, আমার রোজগার অনেক কমে গেছে। রোজগার বাড়াতে হলে আমার প্রয়োজন তোমাকে বেচে নতুন গরু কিনে আনা। তোমায় বিক্রি করে দিতে আমার কষ্ট হচ্ছে। জানিনা তোমায় যে কি রোগে ধরেছে যাতে তোমার দুধ তো কমে গেছেই আর খারাপও হয়ে গেছে।

পথে গঙ্গা বনোয়ারীর সঙ্গে কথা বলছে

গঙ্গা জিজ্ঞেস করল, ''কিন্তু এতে আমার কী দোষ ?''

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বনোয়ারী বলল, ''হ্যাঁ গঙ্গা, ভগবানের যা ইচ্ছে।''

গঙ্গা বলল, ''এতে ভগবানের কোনো হাত নেই। আমায় মাফ কর ভাই, সত্যি বলতে কী, সব দোষ তোমার আর রাধা বৌদির। তোমরা গবাদি পশুর যত্ন নিতে জানো না।''

বনোয়ারী অবাক হয়ে বলল, তুমি এটা কী বলছ গঙ্গা ? আমরা কত পুরুষ ধরে পশু পালন করে আসছি।'' গঙ্গা বলল, ''সেটা বুঝিয়ে দিতেই তো আমি তোমায় দুধের কাহিনী শোনাচ্ছি।''

বনোয়ারী কিছু বুঝতে না পেরে বলল, ''দুধের কাহিনী ?''

''হ্যাঁ, শুদ্ধ ও তাজা দুধ দোয়ানো ও তার গুণমান বজায় রাখতে কীভাবে পশুর যত্ন করতে হবে এ সবই আছে এই কাহিনীতে।''

''এই কাহিনী তোমায় কে বলেছে ?'' অবাক হয়ে বনোয়ারী জিজ্ঞেস করল।

গঙ্গা বলল, ''একদিন আমি আর যমুনা ঘাস খেতে মাঠে চরতে গিয়েছিলাম। সেখানে গৌরী আর পারো নামের দুটো গরু আর চম্পা নামের একটা মোষের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়। ওদের কাছে শুনেছি যে ওদের কখনো কোনো বড় অসুখ হয়নি আর ওদের দুধের মানও কখনো কমে যায়নি''

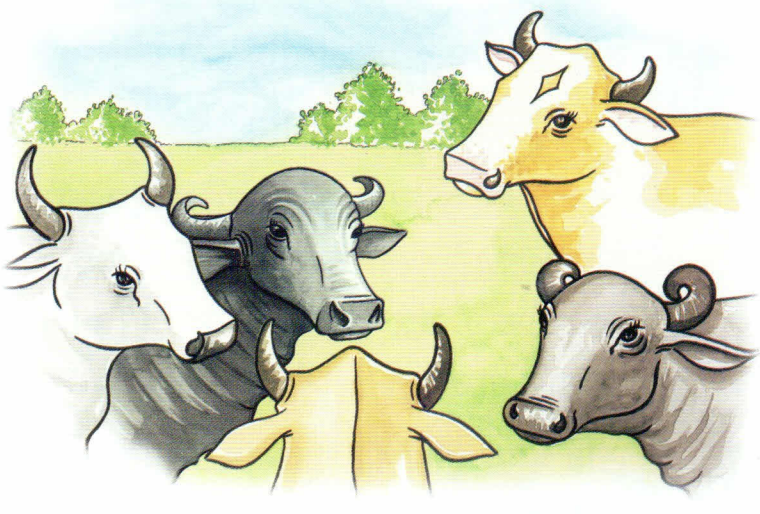

গৌরী, পারো আর চম্পা গঙ্গা ও যমুনাকে দুধের কাহিনী বলছে

''আচ্ছা !''

''হ্যাঁ, ওদের মালিক ডেয়ারি বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করেছে। গৌরী, পারো আর চম্পা আমাদের কীভাবে থাকতে হবে, কীভাবে দুধ শুদ্ধ রাখতে হবে, সেসব কথা বলেছে । আমি সেই কাহিনীই তোমায় বলছি।''

বনোয়ারী বলল, ''আচ্ছা, বল !''

পারো : বোনেরা তোমাদের কষ্ট দেখে আমার খুব দু:খ হচ্ছে। আমি আর আমার বোন গৌরী আর চম্পা তোমাদের বলে দিচ্ছি কীভাবে তোমাদের মালিক তোমাদের ও দুধের যত্ন নিতে পারে।

চম্পা : আমাদের কথা মন দিয়ে শুনে নিয়ে তোমাদের মালিককে জানিও। আমাদের বলা নিয়মগুলো মেনে চললে তোমরা কখনো অসুখে ভুগবে না।

গৌরী : আর অনেক ভালো দুধও দিতে পারবে। যাতে তোমাদের মালিকের রোজগার আগের চেয়েও বেড়ে যাবে।

গঙ্গা : বল বোন, আমরা তো সেটাই চাই।

গৌরী : আগে দুধের ব্যাপারে কিছু জেনে নাও। যদি গরু বা মোষ সুস্থ থাকে, তাদের বাঁট থেকে নেওয়া দুধে কোনো দোষ থাকে না।

চম্পা : দুধের এই গুণমান বজায় রাখতে গেলে গবাদি পশু, গোয়াল, গবাদি পশুপালক, দুধ রাখার বাসনপত্রের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ওপর নজর রাখা দরকার। তার সঙ্গে সঙ্গে দুধ দোয়ার পর সেই দুধ তাড়াতাড়ি সমিতিতে পৌঁছে দেওয়া চাই। এইসব দিকে নজর না রাখলে দুধে সূক্ষ্ম জীবাণুর সংখ্যা বেড়ে যায় আর দুধ নষ্ট হয়ে যায়।

যমুনা : সূক্ষ্ম জীবাণু ? কিন্তু আমি তো কখনো দুধে সূক্ষ্ম জীবাণু দেখিনি।

অন্য সবাই : হ্যাঁ, আমরাও দেখিনি।

পারো : কারণ সূক্ষ্ম জীবাণু এত ছোট হয় যে তাদের খালি চোখে দেখা যায় না। এদের শুধু অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েই দেখা যায়। এই জীবাণু দুধের গুণমান কমিয়ে দেয়।

গঙ্গা : তার মানে তুমি যে পরিষ্কার - পরিচ্ছন্নতার কথা বললে, তা পালন করলেই দুধ ভালো থাকবে ?

জীবাণু দেখার জন্য অণুবীক্ষণ যন্ত্র

পারো : বোন, তুমি ঠিক বলেছ। যদি পরিষ্কার ও সুস্থ গরু বা মোষকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ব্যক্তি পরিষ্কার বাসনে দোয় ও আশেপাশের জায়গা পরিষ্কার থাকে, তাহলে জীবাণুর সংখ্যা কমে যায়। তাতে দুধে ধুলো, মাছি ইত্যাদি আসে না।

চম্পা : আর এই দুধকে যদি স্টিলের বাসনে ঢেকে নিয়ে তাড়াতাড়ি সমিতিতে পৌঁছে দেওয়া যায়, দুধের গুণমান অনেকক্ষণ ধরে বজায় থাকে।

পারো : তোমরা এটা জেনে অবাক হবে যে যদি আগে বলা নিয়মগুলো সঠিকভাবে পালন না করা হয়, তাহলে ডেয়ারিতে যেতে যেতেই দুধের প্রতিটি ফোঁটায় জীবাণুর সংখ্যা হাজার-লক্ষতে পৌঁছে যাবে।

যমুনা : বলো কী।

গৌরী : হ্যাঁ, আর এই জীবাণু প্রতি ১৫ থেকে ২০ মিনিটে দ্বিগুণ হয়ে যায় আর দুধের গুণমান কমিয়ে দেয়।

যমুনা : কিন্তু শুদ্ধ দুধ থেকে আমাদের মালিকের কী লাভ হবে?

গৌরী : দুধ পরিষ্কার ও তাজা থাকলে যারা সেটা পান করবে, তারা সুস্থ থাকবে আর তারা সবসময় সেই ডেয়ারি থেকেই দুধ কিনবে।

চম্পা : এই দুধ থেকে তৈরি করা খাবারের জিনিস গুণমানে সেরা হবে আর সুস্বাদু হবে। এই খাবার তাড়াতাড়ি খারাপ হবে না। এতে গবাদি পশুপালক ও ডেয়ারি উভয়ের রোজগার বাড়বে।

গঙ্গা : বোন, আমাদের দুধ পরিষ্কার রাখার উপায় বল।

পারো : তার জন্যে সবার আগে গরু বা মোষকে স্বাস্থ্যবান রাখতে হবে। তাদের থাকার জায়গাকেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। তোমাদের কোথায় রাখা হয়?

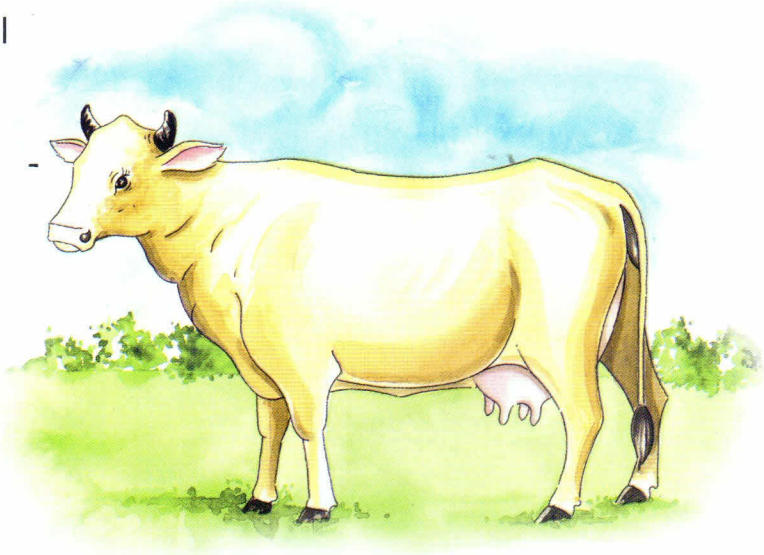

পরিষ্কার ও নীরোগ পশু

যমুনা : আমাদের তো বাড়ির সামনের গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখে। কিন্তু বসার জায়গাটা নোংরা হয়ে যায় কারণ সেখানে মূত্র আর গোবর জমে যায়। ঐ জায়গাটা কেউ সাফ করে না। আর আমরা সেই নোংরাতেই পড়ে থাকি।

চম্পা : থাকার জায়গার ওপর ছাত হওয়া দরকার আর সেই জায়গা বাতাস চলাচলের উপযুক্ত ও আরামদায়ক হওয়া চাই। তার সঙ্গে পরিষ্কার পানীয় জলের ব্যবস্থাও থাকা দরকার।

গৌরী : এই জায়গাটা আর আশেপাশের জায়গাও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। দুধ দোয়ার জায়গায় ঘাস জমা করে রাখতে নেই। গরু বা মোষ রাখার জায়গাতে অন্তত পরিষ্কার মাটির মেঝে হওয়া দরকার। যদি পাকা মেঝে হয়, তো আরো ভালো।

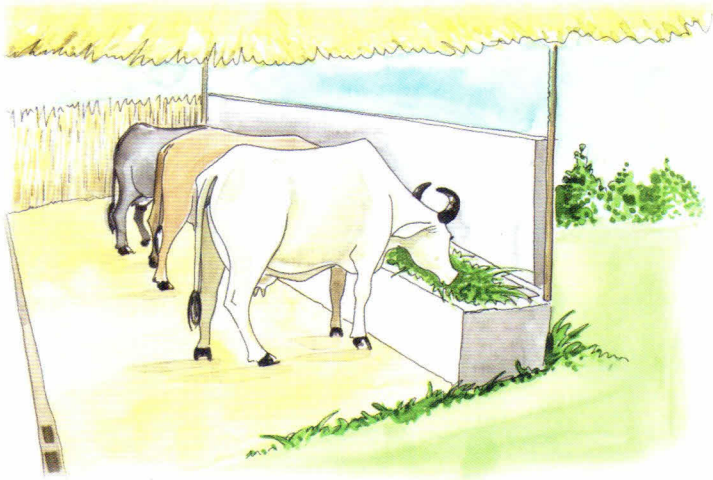

গরু বা মোষকে পরিষ্কার জায়গাতে রাখতে হবে ও মেঝে পাকা ও আরামদায়ক হতে হবে

গঙ্গা : আর কী করতে হবে ?

গৌরী : যেখানে পশুদের বেঁধে রাখা হয়, সেই জায়গাটা এমন হবে যাতে জল বা মূত্র নালা দিয়ে বয়ে যাবে ও শুকোবার জন্য গর্তে পৌঁছে যাবে।

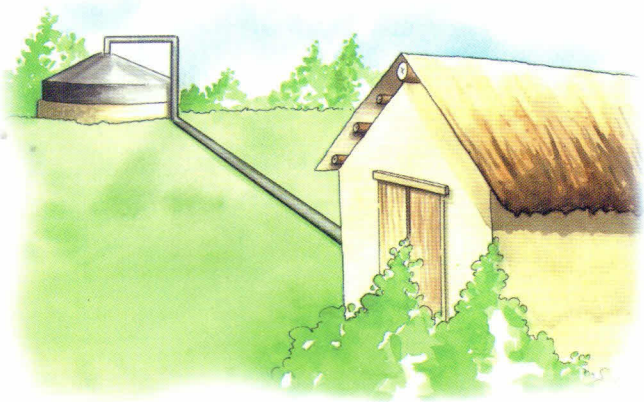

গোবর ফেলতে হবে পশুদের থেকে দূরে সারের গর্তে বা গোবর গ্যাস যন্ত্রে

পারো : গোবর ফেলতে হবে পশুদের থেকে দূরে গর্তে বা গোবর গ্যাস যন্ত্রে । এতটা বলে গঙ্গা চুপ হয়ে গেল। বনোয়ারী ওর কথা মন দিয়ে শুনছিল ও বাকী কাহিনীটা শুনতে উৎসুক হচ্ছিল। সে গঙ্গাকে জিজ্ঞেস করল, ''আমায় পুরো কাহিনীটাই বল। পারো, গৌরী আর চম্পা তোমাকে আর কী কী বলেছে ?''

গঙ্গা বলল, ''ওরা আমায় অনেক কথাই বলেছে। কিন্তু আমরা এখানেই বসে থাকলে তো সন্ধ্যা হয়ে যাবে। বাড়িতে রাধা বৌদি আর বাচ্চারা চিন্তা করবে। চল, বাড়ি ফেরা যাক। বাকী কাহিনীটা আমি তোমায় রাস্তায় বলব।''

বনোয়ারী গঙ্গাকে নিয়ে বাড়ি ফিরছে

বনোয়ারীর কথাটা ঠিকই মনে হল। সে গঙ্গার দড়িটা খুলে তাকে নিয়ে বাড়ির দিকে রওয়ানা হল। একটু দূর গিয়েই তার হঠাৎ কী মনে পড়ল। সে হঠাৎ থেমে গেল আর বলল, ''কিন্তু আমরা তো মেলায় যাচ্ছিলাম।''

গঙ্গার মন তো বাড়ি যাবার আনন্দে ভরে ছিল। কিন্তু এই কথা শুনে সে আবার নিরাশ হয়ে বলল, ''ভাই এই কাহিনীটা আমি তোমায় বলছিলাম এই ভেবে যে যদি তুমি আমার সঠিকভাবে দেখাশোনা করো, তবে আমার কখনো অসুখ হবে না। তার ফলে আমি আরো বেশি, শুদ্ধ আর পুষ্টিকর দুধ দেব আর তোমার রোজগারও বেড়ে যাবে। তাও তুমি আমায় মেলায় বেচে দিতে চাও ?''

বনোয়ারী কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বলল, ''আচ্ছা, একবার তোমার কথামতো তোমার দেখাশোনা করে দেখি। যদি তুমি সেরে ওঠ, তাহলে চিরদিন তুমি আমাদের সঙ্গে থাকবে। চল! ...এবার বাকী কাহিনীটা বল।''

গঙ্গার মন আবার খুশিতে ভরে উঠলো, আর ও গল্পটা ফের বলতে লাগল। ''এরপর চম্পা আর পারো দুধদোহনকারীর ব্যাপারে জানাল।''

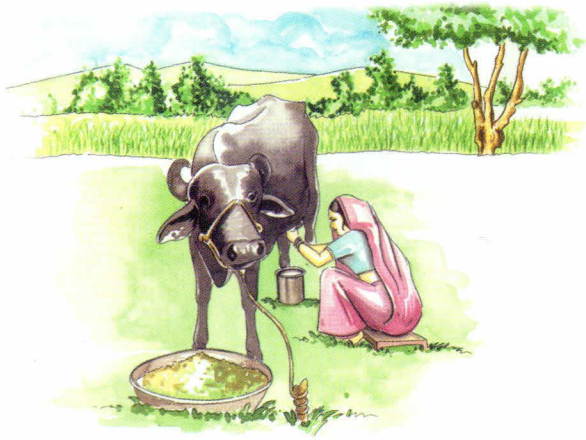

দুধদোহনকারীকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে হবে

পারো : যদি দুধদোহনকারী অসুস্থ থাকে তাহলে তার অসুখের প্রভাব দুধেও পড়ে।

চম্পা : তাই, যদি কারো সর্দি, কাশি, পেট খারাপ, ক্ষয়রোগ, চর্মরোগ বা ছোঁয়াচে রোগ থাকে বা তার লক্ষণ থাকে, তার দুধ দোয়া উচিত নয়।

পারো : ঘা, ফোস্কা, ফোড়া খোলা থাকলে বা হাত কেটে গিয়ে থাকলে সঠিকভাবে পট্টি না বেঁধে দুধ দোয়া উচিত নয়।

চম্পা : দুধদোহনকারীকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে হবে। তার পোশাক পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হওয়া চাই। দুধ দোয়ার সময় দোহনকারী বা তার আসেপাশের লোকেদের কাশি বা হাঁচা উচিত নয়। এই সময়ে তার পান, তামাক, বিড়ি, পান-মশলা ইত্যাদি খাওয়া উচিত নয়।

সব শুনে বনোয়ারী বলল, ''সত্যি গঙ্গা, আমরা সবাই এই ভুল করে থাকি। এর পর থেকে দুধ দোয়ার সময় এই কথাগুলো মনে রাখব।''

এতটা কাহিনী শুনতে শোনাতে বনোয়ারী ও গঙ্গা বাড়ি পৌঁছে গেল। গঙ্গাকে বাড়ি ফিরতে দেখে রাধা ও ছেলেরা খুব খুশি হল। রাধা অবাক হয়ে বলল, ''আরে! গঙ্গাকে ফিরিয়ে এনেছে ?'' রাতে খেয়েদেয়ে যখন সবাই ঘুমোতে গেলো, বনোয়ারী রাধাকে গঙ্গার বলা দুধের কাহিনী শোনালো। রাধা শুনে যেমন অবাক হল, তেমন খুশিও হল। পরদিন যখন বনোয়ারী ও রাধা গঙ্গার কাছে গেল, রাধা বলল, ''গঙ্গা তোমার ভাই আমায় দুধের গল্প বলেছে। তুমি চিন্তা কোর না, এখন আমরা তোমার তেমনই যত্ন করব যেমন তোমার বন্ধুরা বলেছে।''

গঙ্গার চোখে আনন্দে জল এসে গেল। সে বলল, ''বৌদি, আমি তো আজীবন তোমাদের সেবা করতে চাই। কিন্তু আরো কিছু বিষয় মনে রাখতে হবে, যাতে আমি আর যমুনা সুস্থ থেকে শুদ্ধ, পুষ্টিকর ও বেশি দুধ দিতে পারি।''

রাধা বলল, ''গঙ্গা, আমাদের আর কী কথা মনে রাখতে হবে?''

গঙ্গা বলল, ''ঘরের মাছি আমাদের শত্রু। মাছিদের দেহে লাখ লাখ জীবাণু থাকে। এরা বহু রোগের সৃষ্টি করে আর দুধকেও নষ্ট করে দেয়।''

রাধা জিজ্ঞেস করল, ''আচ্ছা ! তার মানে দুধকে মাছিদের থেকে বাঁচালে, দুধ পরিষ্কার থাকবে ?''

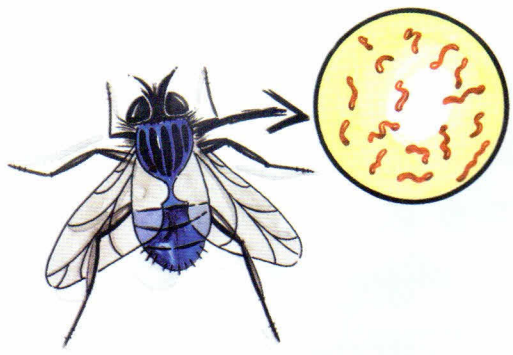

একটা মাছির দেহে প্রায় এগারো লক্ষ জীবাণু থাকে

গঙ্গা : হ্যাঁ, মাছি আর নোংরা থেকে দুধকে রক্ষা করা দরকার। যদি গরু বা মোষের শরীরে নোংরা থাকে তা হলে তাতে কোটি কোটি জীবাণু থাকে।

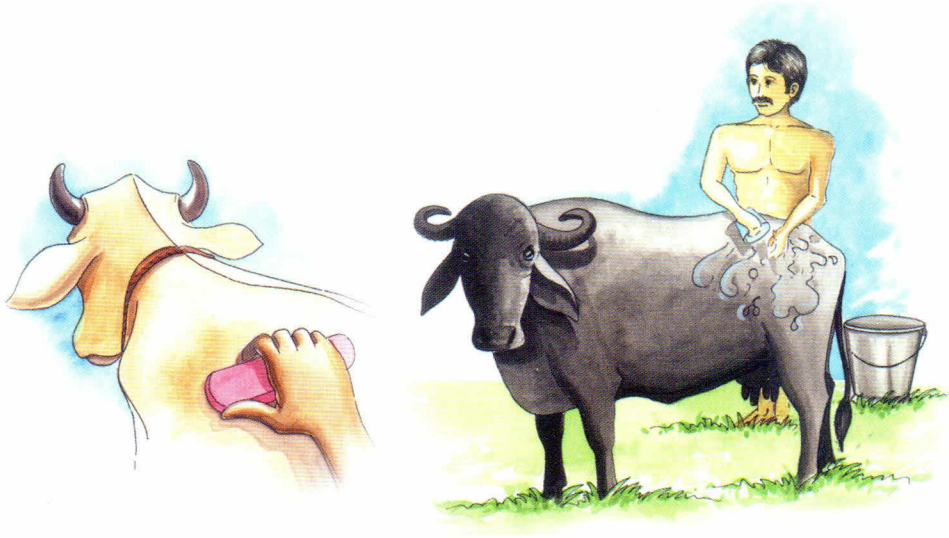

দোয়ার আগে শীতকালে পশুদের নরম ব্রাশ দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করা ও গরমকালে জল দিয়ে ধোয়া প্রয়োজন

তাই দোয়ার আগে তাদের পরিষ্কার করা দরকার। গরমকালে পশুদের জল দিয়ে ধোবে ও শীতকালে তাদের নরম ব্রাশ দিয়ে ঘষে পরিষ্কার রাখবে, যাতে লোম আর শরীরের জীবাণু দূর হয়ে যায়।

রাধা : আচ্ছা ! এই কথাটা মনে রাখব।

গঙ্গা : পরিষ্কার দুধের জন্যে বাসনও পরিষ্কার থাকা দরকার। দুধের বাসন সাবান দিয়ে ধুয়ে নেওয়া দরকার। খেয়াল রাখা দরকার, বাসনে যেন মাটি না লেগে থাকে। বাসন ধোয়ার পর তাড়াতাড়ি শুকোবার জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জায়গায় উল্টো করে রাখা দরকার।

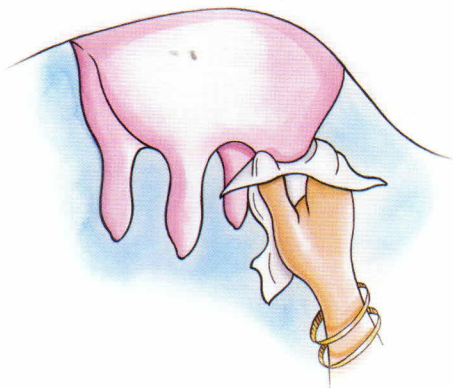

গরু আর মোষের প্রতিটি বাঁট পরিষ্কার জলে ধুয়ে, কাচা পরিষ্কার কাপড় দিয়ে শুকিয়ে নেওয়া দরকার

রাধা : ঠিক আছে।

গঙ্গা : গরু আর মোষের বাঁট পরিষ্কার জল দিয়ে ধুয়ে কাচা পরিষ্কার কাপড় দিয়ে শুকিয়ে নেবে।

রাধা : কিন্তু আমি তো তাই করি।

গঙ্গা : তুমি তো তোমার শাড়ির আঁচল দিয়ে আমাদের বাঁট মুছে দাও। আঁচল তো ময়লাও হতে পারে। পরিষ্কার কাপড় ব্যবহার করাই দরকার।

দোয়ার আগে প্রতিটি বাঁট থেকে দু'-এক ধারা দুধ বের করে ফেলে দেওয়া দরকার

দুধ দোয়ার আগে প্রত্যেক বাঁট থেকে দু'-এক ধারা দুধ বের করে ফেলে দেওয়া দরকার। তাতে বাঁটে জমে থাকা জীবাণু বেরিয়ে যায়।

দুধ দোয়ার আগে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নেওয়া দরকার।

দুধ দোয়ার আগে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নেওয়া দরকার

দোহনকারীর দুধের মধ্যে আঙুল ডোবানো এবং পশুর বাঁটে তেল লাগানো উচিত নয়।

দুধে আঙুল ডোবানো উচিত নয়

দুধ দোয়ার সময় শরীরের কোনো অংশ বা কাপড়, দুধ বা দুধের বাসনে লাগতে দেওয়া উচিত নয়।

বনোয়ারী : আচ্ছা।

গঙ্গা : খেয়াল রাখবে যাতে বাঁটে একটুও দুধ বাকী না থাকে। কারণ তাতে বাঁটে জীবাণু দ্রুত বেড়ে যায়। এতে পশুর রোগ হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

দোয়ার পর বাঁট পরিষ্কার জলে ধোওয়া দরকার আর জীবাণুনাশক (আয়োডোফোর) মিশ্রণে ডোবানো দরকার।

দোয়ার পর প্রত্যেক বাঁট পরিষ্কার জলে ধোওয়া দরকার ও জীবাণুনাশক মিশ্রণে ডোবানো দরকার

বনোয়ারী: ঠিক আছে। এটাও মনে রাখব।

গঙ্গা : যে বাসনে দুধ দোয়া হয় ও সমিতি অবধি পৌঁছে দেওয়া হয়, তা স্টেনলেস স্টিলেরই হওয়া চাই। তার ঢাকনা ঠিকমতো বন্ধ থাকা চাই, যাতে মাছি, ময়লা ইত্যাদি পড়তে না পারে। সমিতিতে দ্রুত দুধ পৌঁছে দিলেই তা ঠিক থাকবে।

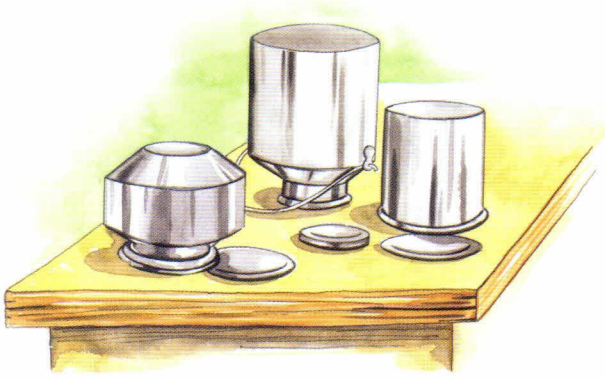

দুধের বাসন শুকোবার জন্য তাদের ধুয়ে উল্টো করে রাখতে হবে

দুধের এই গল্প শুনে বনোয়ারী ও রাধা গঙ্গার দেখানো পথেই চলতে শুরু করল। প্রথমেই তারা ডেয়ারির পশুচিকিৎসককে দিয়ে গঙ্গার চিকিৎসা করাল। সঠিক চিকিৎসা হওয়াতে গঙ্গা তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠল। রাধা গঙ্গার সব কথাই ঠিকমতো পালন করল। গঙ্গা আর যমুনার থাকার জায়গা আর তার চারিপাশ রাধা আর ছেলেরা পরিষ্কার করল।

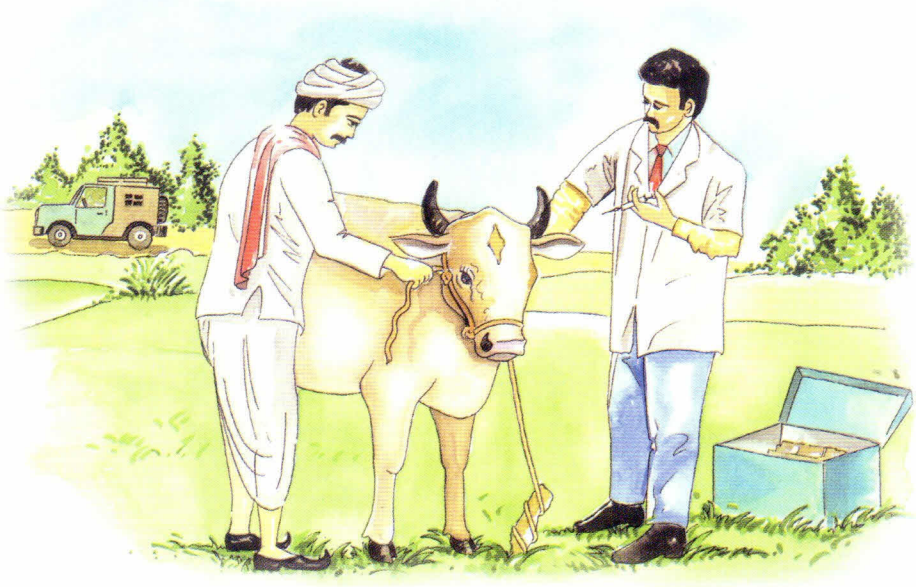

গঙ্গার চিকিৎসা হল। বনোয়ারীর ঘর আবার খুশিতে ভরে উঠল

তার ফলে গঙ্গা শুদ্ধ ও আরো বেশি দুধ দিতে লাগল। বনোয়ারীর পরিবারের রোজগার বেড়ে গেল এবং তারা আবার সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে পেল। এবার বনোয়ারী ও রাধা আরো দুগ্ধবতী পশু কেনার কথা ভাবতে লাগল।

পরিষ্কার ও নীরোগ গবাদি পশু

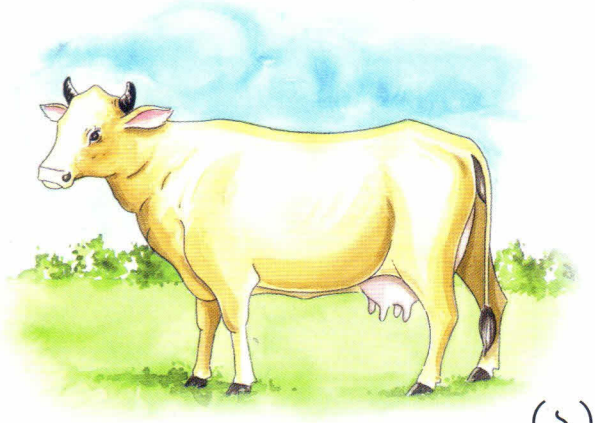

(১)

গবাদি পশু রাখার
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জায়গা

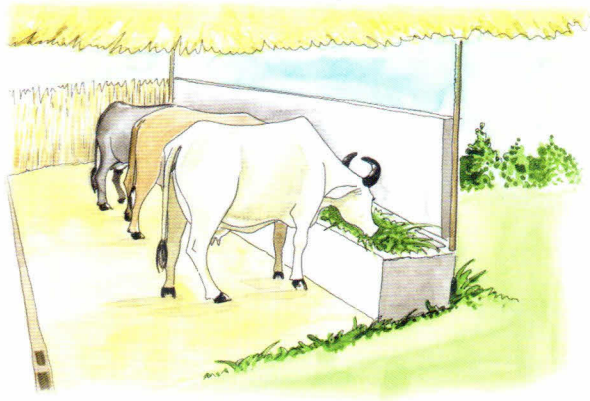

(২)

পরিষ্কার পানীয় জল

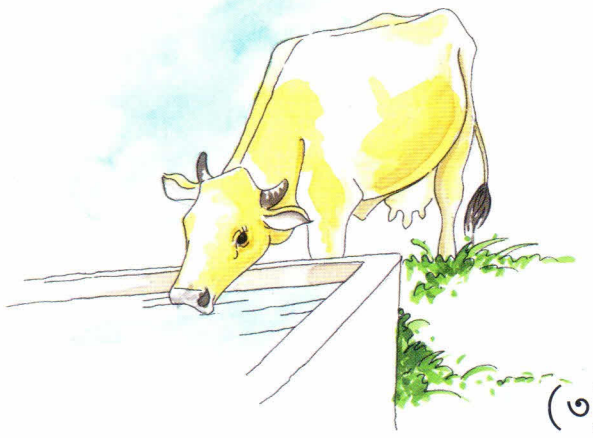

(৩)

স্টেনলেস স্টিলের পরিষ্কার বাসনপত্র

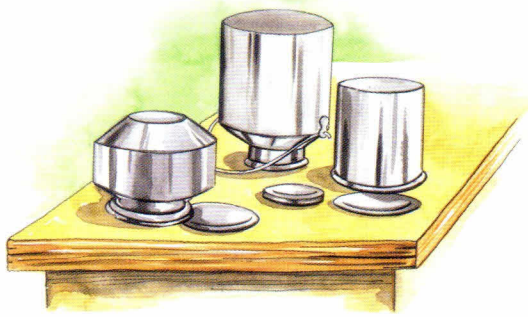

(৪)

দুধ দোয়ার আগে সাবান দিয়ে
হাত ধুয়ে নেওয়া দরকার

(৫)

বাঁটকে পরিষ্কার জলে ধুয়ে কাচা পরিষ্কার
কাপড় দিয়ে শুকিয়ে নেওয়া দরকার

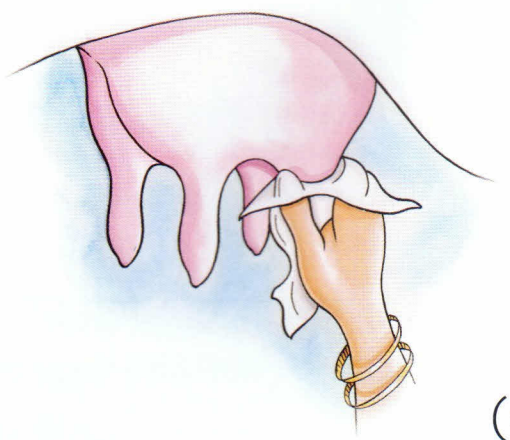

(৬)

দোয়ার আগে প্রতিটি বাঁট থেকে দুধের দু'-এক ধারা বের করে ফেলে দেওয়া দরকার

(৭)

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও নীরোগ দুধ দোহনকারী

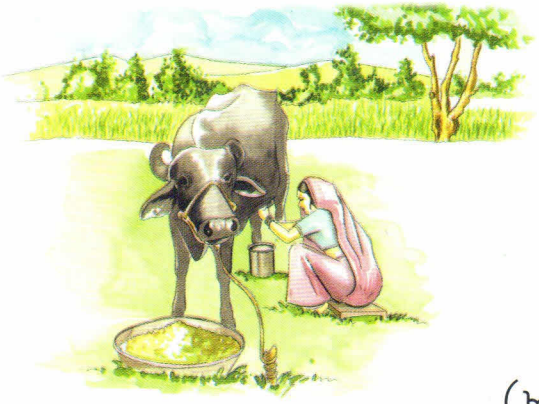

(৮)

গবাদি পশুকে সবুজ ঘাস খাওয়ানো দরকার

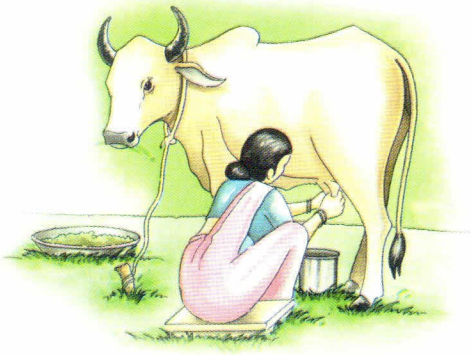

(৯)

দোয়ার পর বাঁটকে পরিষ্কার জলে ধুয়ে নেওয়া ও জীবাণুনাশক মিশ্রণে ডুবিয়ে নেওয়া দরকার

(১০)

দুধ ঢেকে নিয়ে তাড়াতাড়ি সমিতিতে পৌঁছে দেওয়া দরকার

(১১)

দুধ দ্রুত ঠান্ডা করার মেশিন

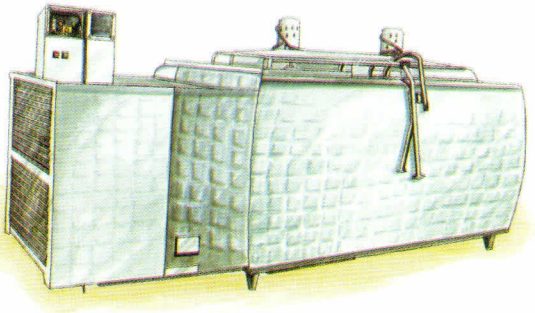

(১২)

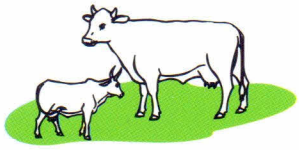

শোনা গেছে যে মধুর সঙ্গীত শুনে
গরু আরো বেশি দুধ দেয় ।

পুরাণে সঙ্গীতকে ঈশ্বর বলে মানা হয়েছে।
আর আয়ুর্বেদে এই চিন্তাধারার ওপর জোর
দেওয়া হয়েছে যে অতি কঠিন রোগও
সঙ্গীত শুনিয়ে ঠিক করা যায়।
গবেষণার ফলে জানা গেছে যে
পশুরাও সঙ্গীত শুনে আনন্দ পায়।
সঙ্গীত শুনলে গরু/মোষ
আরাম অনুভব করে।
দোয়ার সময় মধুর সঙ্গীত বাজান
আর ফলাফল নিজের চোখেই দেখুন।

'Bengali' version of the original 'Hindi' book "Doodh Ki Kahani, Gai Ki Zabani"
published by NDDB, Anand.